

প্রথম আলো (স্বপ্ন নিবে), ২১ নভেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা-০৪,

শ্রেণীসংখ্যা- ০২৩.৭

প্রথম আলো (স্বপ্ন নিবে) ২১/১১/১২, পৃ:- ৪

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

আনন্দ আয়োজন



হাসান ইমাম ৯

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাসজুড়ে চলছে সাজানো-গোছানোর কাজ। বিকেলের আগেই তা পরিপাটি হয়ে গেল। চারটার পর থেকে শিক্ষার্থীরা আসতে শুরু করেন ক্যাম্পাসে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে যায় কক্ষ। ৮ নভেম্বর ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানুয়াল কালচারাল নাইট। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাব ফর পারফর্মিং আর্টস (ইসিপিএ) আয়োজন করে জমকালো এক অনুষ্ঠানের। এর আগে ৬ নভেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, যার পুরস্কার বিতরণও করা হয় সেদিন। ব্যান্ড সংগীতে পুরস্কার পাওয়া শিক্ষার্থী নাফিজ সওকত বলেন, 'নিজেকে নতুনভাবে চেনার একটি দারুণ সুযোগ এই প্রতিযোগিতা। ছোটবেলা থেকে গান করি, তবে এবারই প্রথম পুরস্কার পেলাম। নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে।' দুই দিনের নানা কর্মকাণ্ডে ক্লাবের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অন্য শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। ক্লাবের অনুষ্ঠান সমন্বয়কারী সামিউল আহসান বলেন, 'আমাদের এই অনুষ্ঠানের জন্য প্রতিবছর অনেক শিক্ষার্থী অপেক্ষায় থাকেন। তাই

আমরাও সারা বছর নানা অনুষ্ঠানের বাইরে এই বার্ষিক আয়োজনটি করে থাকি। এ ছাড়া বিভিন্ন জাতীয় দিবসে আমরা ক্যাম্পাসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। আর এসবই করে থাকি শিক্ষার্থীদের একটি প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করিয়ে দিতে।' মোট সাতটি বিভাগে দুই দিন লড়াই করেন শিক্ষার্থীরা। গান, নাচ, অভিনয়, আবৃত্তির এই আয়োজনে পুরস্কার পান মোট ২১ জন শিক্ষার্থী। পুরস্কার বিতরণ পর্বে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আহমেদ শাফি। ক্লাবের নৃত্য সমন্বয়কারী বিবিএর শিক্ষার্থী মৌটুসী আফরিন বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে নিজের বিনোদনের পাশাপাশি সহজেই পরিচিত মুখ হয়ে উঠতে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম দারুণ প্রভাব ফেলে। আমার যেহেতু নাচতে ভালো লাগে, তাই বড়বেলায় এসেও নাচটাকে ধরে রাখতে ক্লাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত হই। অনেক ভালো লাগে এসব কর্মকাণ্ড।' তাঁর কথার সঙ্গে তাল মেলান দুই শিক্ষার্থী তামান্না ও উদয়। পুরস্কার বিতরণ শেষ হলে শুরু হয় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক পর্ব। সেখানে দেশি-বিদেশি নানা ধরনের গান করেন তাঁরা। ছিল নৃত্য ও অভিনয়। সব মিলিয়ে জমজমাট হয়ে ওঠে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এ আয়োজন। ৩



উৎসবে নাচ পরিবেশন করছেন শিক্ষার্থীরা

